প্রথম আলো

তারিখ ... 26 MAY 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ৫ ...

উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের উপবৃত্তি প্রকল্পের মেয়াদ কমলো

শামীমা বিনতে রহমান

বিদেশী অর্থসাহায্য নিশ্চিত করতে না পারায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের পাঁচ বছরের মেয়াদ কমিয়ে তিন বছর করা হয়েছে। স্থানীয় অর্থায়নের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কথা থাকলেও অর্থসংকট এবং পরিপূরক দাতা সংস্থা খুঁজে না পাওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ থেকে দুই বছর কমানো হলো। সম্প্রতি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নারী-পুরুষ বৈষম্য কমানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গত বছরের জুলাই থেকে চালু করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প। এখন প্রকল্পটির মেয়াদ কমানোর ফলে উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণে প্রভাব পড়বে কি না জানতে চাওয়া হলে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, 'প্রভাব তো কিছুটা পড়বেই। কারণ প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর গত এক বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণের হার বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাংক ইতিমধ্যে প্রকল্পটির প্রশংসাও করেছে। আমরা দাতা সংস্থার সন্ধান করছি।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে প্রকল্পটি চালু হয় গত বছরের জুলাই মাস থেকে। ২০০৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ২১৪ কোটি ২৬ লাখ ৮৩ হাজার টাকা। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত বছর একনেকের বৈঠকে প্রকল্পটি অনুমোদনের সময়ই বলা হয়েছিল, কতিপয় শর্ত পূরণসাপেক্ষে প্রকল্পটি অনুমোদনের সুপারিশ করা হলো। এ শর্তগুলোর মধ্যে একটি শর্ত ছিল অর্থসাহায্যের জন্য দাতা সংস্থা খুঁজে বের করা। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে রকম কোনো দাতা সংস্থাকে রাজি করানো সম্ভব হয়নি।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রকল্পটি চালুর ফলে গত এক বছরেই একাদশ শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তির হার বেড়ে যায়।

জানা যায়, প্রকল্পের আওতায় একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য ১২ মাসের এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য ১০ মাসের প্রতিমাসে ৬৫ টাকা হারে উপবৃত্তি এবং খাতা, কলম, বই কেনা ও টিউশন ফি বাবদ বাৎসরিক ৫৫০ টাকা অনুদান দেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় পাঁচ বছরে একাদশ শ্রেণীর ৬ লাখ ১১ হাজার ৬১৫ জন এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে ৪ লাখ ৮০ হাজার ৫০৪ জন ছাত্রীকে উপবৃত্তি ও অন্যান্য ফি দেওয়া হবে বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু মেয়াদ কমিয়ে ফেলার ফলে এ সংখ্যা ও ব্যয় কত দাঁড়াবে, সে সম্পর্কে বৈঠকে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।